

Interview

আশালতা বসু, ম্যাসাজিষ্টার, চিনাকুড়ি-১নং জিট

প্রশ্ন : আপনার নাম কি ?

উত্তর : আশালতা।

প্রশ্ন : এখানে কি কাজ করেন ?

উত্তর : বাতি ঘরে। নিচে ওরা কাজ করছে বাতি খারাপ-চারা প হলে আমাদের দেখতে হয়।

প্রশ্ন : এখানে কতদিন কাজ করছেন ?

উত্তর : ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করছি, বাবা মারা যাবার পর কাজ পাই।

প্রশ্ন : আপনার বয়স কত ?

উত্তর : ১৯৭৩ সালে জন্ম।

প্রশ্ন : আপনার আদি বাড়ি কোথায় ?

উত্তর : আসানসোলে। দাদু এখানে কাজ করতেন। বাবা বেঙ্গল কোলে কাজ করতেন।

প্রশ্ন : আপনার গ্রাম কোথায় ? গ্রামে জমি আছে ?

উত্তর : চাষ হয়, আত্মীয়রা দেখে। আমরা দুই বোন, আর মা কোয়াটারে থাকি। গ্রামে মাঝে মাঝে দরকার হলে যাই, পরব অনুষ্ঠানে গ্রামে যাই। মা কিছু কাজ করেন না, বোন ক্লাস টেনে পড়ে। বোনের বিয়ে দিয়ে আমি বিয়ে করব।

প্রশ্ন : এখানে মানে কোয়াটারে জলের ব্যবস্থা কি ?

উত্তর : জল, একদিন পরপর কল খোলে। আমরা বড় করে চৌবাচ্চা করেছি।

প্রশ্ন : জ্বালানী পান কোথা থেকে ?

উত্তর : কয়লা পাই, তবে সময় মত পাই না। এই তো দু'মাসের বাকী আছে।

প্রশ্ন : বাবা কি কাজ করতেন ?

উত্তর : খাদে হলেজ চালাতেন।

প্রশ্ন : আগে কোম্পানীর আমলে কথা কিছু জানেন ?

উত্তর : না এই বিষয়ে কাকুরা বলতে পারবে ?

প্রশ্ন : আপনি জানেন আগে মহিলারা খাদের নিচে কাজ করতেন ?

উত্তর : শুনেছি। কিন্তু জানি না।

প্রশ্ন : এখানে কাজ করতে আপনার কেমন লাগছে ?

উত্তর : খুবই ভাল। সবাই আমাকে মেয়ের মত, বোনের মত দেখে।

প্রশ্ন : এখানে কত মহিলা কাজ করে ?

উত্তর : পনের জন।

প্রশ্ন : কোলিয়ারিতে কিভাবে কয়লা তোলার কাজ হয় বলতে পারবেন ?

উত্তর : না। আমি ঠিক সেগুলো বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : একজন মহিলা হিসাবে আপনি এখানে কাজ করতে কোন অসুবিধা বোধ করেন ?

উত্তর : না, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

প্রশ্ন : চিনাকুড়ি (২) এশিয়ার ডিপেস্ত কোলিয়ারি। ওখানে নেমেছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ নেমেছি। নামাটা সহজ কিন্তু উঠতে গিয়ে গা, হাত, পা ব্যাথা করে। আমাকে যদি কোন কারণে নিচে পোষ্টিং দিত নিতাম। তবে উপরেই ভাল।

প্রশ্ন : অনেকেই বলে সরকারী চাকরী ফাঁকি দেওয়া যায়, আপনার কি মনে হয় ?

উত্তর : আমার মনে হয় ফাঁকি দেওয়া উচিত নয়। এই যে আমাদের ইনচার্জ বাবু নেই, কিন্তু আমরা যে যার কাজ করছি। কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : এখানে কত জন কাজ করছেন ?

উত্তর : পনের জন।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় এই লোকে আপনাদের কাজটা ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে ?

উত্তর : না। শোকের কম পরেছে। যেমন দু'জন ফিটার আছে, তিনজন দরকার, চারজন চার্জম্যান দরকার তিনজন আছে। কিন্তু আমরাই কাজগুলো করে নি।

প্রশ্ন : এর জন্য আলাদা সময় খাটতে হয় ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আগে যখন কাজে ঢুকেছেন তখন কতজন কাজ করতেন ?

উত্তর : তখনও পনের জন ছিল।

প্রশ্ন : আপনাদের যে প্রয়োজনের থেকে লোক কম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন ? কিভাবে জানিয়েছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা জানিয়েছি। কোন ইউনিয়নের মাধ্যমে নয়, নিজেরাই। ওরা বলেছে লোক দেওয়া যাবে না লোক নেই। দিনে মোটামুটি ত্রিশটা বাতি বানাতে হয়।

প্রশ্ন : আপনি কোন ক্যাটাগরি তে আছেন ?

উত্তর : ক্যাটাগরি '৪'। ডেলি রেট। জেনারেল সিফ্টে কাজ হয়।

প্রশ্ন : এখানে মহাজনি ব্যবসা কি রকম ?

উত্তর : বলা যাবে না।

প্রশ্ন : আপনার কোন লোন আছে ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে টিভি, সাইকেল কি কি দামী জিনিস আছে ?

উত্তর : টিভি আছে, সাইকেল আছে। বাজার টাজার যেতে লাগে।

প্রশ্ন : ছুটির দিন কিভাবে কাটান ?

উত্তর : খুব ভালো। বাজার করি, একসাথে খাওয়া দাওয়া করি। ভাল কাটে।

প্রশ্ন : মেয়ে হিসাবে আপনারা তিনজন থাকেন, অসুবিধা হয় না ?

উত্তর : না। কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : পুজো পার্বন কিভাবে কাটে ?

উত্তর : কোলিয়ারির কোয়াটারের ভিতর কিছু হয় না। তবে এখানে বাঙালী বিহারী সব একসাথে বিয়ের অনুষ্ঠান মানানো হয়।

প্রশ্ন : ইদে মুসলমান সহকর্মীরা আপনাদের ডাকে ?

উত্তর : মুসলমানরা ওদের অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অত ডাকে না, তবে ইদের মিঠাই ওরা আমাদের ঘরে দিয়ে যায়।

প্রশ্ন : অন্য ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব আছে ?

উত্তর : হ্যাঁ। ওদের সাথেও বন্ধুত্ব আছে।

প্রশ্ন : আপনার কোলিয়ারিতে কাজ নয় বছর, এই নয় বছরে কিছু পরিবর্তন দেখেছেন ?

উত্তর : না। একই রকম। কোন পরিবর্তন নেই। ঠিকঠাক জিনিষ পাওয়া যায় না, কাজ পড়ে থাকে। কখনও কখনও ল্যাম্প কম পরে। তখন ডবল ইস্যু হয়। ডবল ইস্যু বলতে প্রথম শিফটে একজন যেটা নিয়ে গেল সেটাই দ্বিতীয় শিফটে ইস্যু করা হবে। এতে কাজের সময় কিছুটা নষ্ট হয়।

প্রশ্ন : আউটসোর্সিং বলে কথাটা শুনেছেন ? বা কন্টাক্টারের হাতে বিভিন্ন কাজ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারী ঠিকাদারের হাতে ই সি এল-এর কয়লা তোলা কাজ দেওয়া হচ্ছে। এসম্পর্কে আপনার কি মতামত ?

উত্তর : অত ঠিক জানি না। আমাদের এই কোলিয়ারিতে আমাদের লোডাররাই কয়লা তোলে। খাদে কিছু কন্টাক্টার দিয়ে কাজ হয়। কি কাজ হয় জানি না।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন নয় বছরের কাজের জীবনে কোনই পরিবর্তন দেখেন নি। আপনার কি মনে হয় এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে ?

উত্তর : আমার মনে হয় কোন পরিবর্তন হবে না। আমি বাতি ঘরের কথা বলতে পারি। এখানে যদি জিনিষ পাওয়া যায়, তবে কাজগুলো ঠিকঠাক চলবে।

প্রশ্ন : কয়লা তো একদিন ফুরিয়ে যাবে তখন আমাদের পরের জেনারেশনের কিভাবে চলবে ?

উত্তর : এখানে যা কয়লা আছে, আমাদের পাঁচ জেনারেশন চলে যাবে।